তারিখ 26 MAR 1987
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩
0C3

দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন সেল

বইয়ের দোকান বনাম লাইব্রেরী

বই-পুস্তক বিক্রি যেখানে হয় তাকে লাইব্রেরী বলা হয় না। বই-পুস্তক পড়ার সুযোগ যেখানে দেয়া হয় তাকেই লাইব্রেরী বলা হয়।

লাইব্রেরীতে পুস্তক বিক্রি হয় না। তাই লাইব্রেরী বলতে পুস্তকের দোকান বুঝায় না। লাইব্রেরী বলতে বই-পুস্তক পড়ার জায়গা বুঝায় যেমন— ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী, পাবলিক লাইব্রেরী ইত্যাদি।

বাংলাদেশের শতকরা ৫ জন ব্যতীত আপামর জনসাধারণ পুস্তকের দোকানকেই লাইব্রেরী বলে থাকেন। আর লাইব্রেরী বলতে তারা এখন বুঝেন এটি নিশ্চয়ই একটি পুস্তকের দোকান। তাই আমরা দেখতে পাই পুস্তকের দোকানের নামের সঙ্গে লাইব্রেরী শব্দটি ব্যবহার করছে। কিন্তু আমাদের দেশের লোক পুস্তকের দোকানকে লাইব্রেরী বললেও বিশ্বের আর কোন দেশ তা বলে না। কোন দেশে গিয়ে যদি বলা হয়, বই কিনতে লাইব্রেরীতে যাবেন তা শুনে তারা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবেন।

আসল কথা আমাদের দেশের লোক শিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত ও স্বল্প শিক্ষত লোক, এমন অনেক শব্দ বাক্যে ব্যবহার করেন, যার যথার্থ অর্থ সেখানে খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন— পুস্তকের দোকানদারগণ লাইব্রেরী শব্দটির অপব্যবহার করছেন। এক দোকানদারের দেখা-দেখি অপর দোকানদার ব্যবহার করছেন, কিন্তু লাইব্রেরী শব্দটির অর্থ কি, দোকানের সঙ্গে এর ব্যবহার যথার্থ কি-না তা খুঁজে দেখেননি। এভাবে দেখা-দেখি লাইব্রেরী শব্দটির অপব্যবহার রেওয়াজে পরিণত

—ফজলুল হক

হয়েছে। মেনে নিলাম স্বল্প শিক্ষিত পুস্তক দোকানদার লাইব্রেরী শব্দটির অর্থ না বুঝে ব্যবহার করছেন; কিন্তু দেশের শিক্ষিত সমাজ বা বাংলাদেশ লাইব্রেরী এসোসিয়েশন জনগণের এ ভ্রান্ত ধারণা ভেঙ্গে দিতে পারতেন। ভেবেছিলাম সরকার যেমন ঢাকা শব্দের ইংরেজী বানানের সংশোধন করলেন তদ্রূপ পদক্ষেপ নিবেন লাইব্রেরী শব্দের অপব্যবহার বন্ধ করতে। আর যে সকল পুস্তকের দোকানের সাইনবোর্ডে লাইব্রেরী শব্দ রয়েছে তা মুছে ফেলতে। আশা করি,

৪-এর পৃঃ দেখুন

লাইব্রেরী

৫-এর

পুস্তক দোকান মালিকগণ লাইব্রেরী শব্দের অর্থটি উপলব্ধি করে অপব্যবহার থেকে বিরত থাকবেন। আর যদি লাইব্রেরী শব্দটি ব্যবহারই করেন তবে এর অর্থ অনুযায়ী দেশের জনগণকে দোকানের মধ্যে পড়াশুনার সুযোগ-সুবিধা করে দিবেন।

আর বাংলাদেশ লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যত দিন দেশের আপামর জনসাধারণ লাইব্রেরী শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য না বুঝবে এবং এর অপব্যবহার বন্ধ না হবে ততদিন এই লাইব্রেরীর সঙ্গে জড়িত পেশাজীবীদের পদমর্যাদা বৃদ্ধি পাবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রী নিয়ে যখন আপনি লাইব্রেরীয়ান হবেন তখনও দেশের শতকরা ৯৫ জন লোক আপনাকে নিশ্চয়ই একটি পুস্তকের দোকানদার বলেই বুঝবে। কিন্তু আমাদের দেশের বহু লোক আজো বুঝে না যে, সামান্য পড়ালেখা শিখলে বই-পুস্তক বিক্রি করা যায়; কিন্তু সামান্য বিদ্যা নিয়ে একজন লাইব্রেরীয়ান হওয়া যায় না।

আমাদের দেশের জনগণকে বুঝাতে হবে পুস্তকের দোকান মানে লাইব্রেরী নয়, আর লাইব্রেরী মানে পুস্তকের দোকান নয়।